রস-বড়া

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৬৩

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

রস-বড়া

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৬৩

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

১ (৫০০)

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

প্রকাশক :—
শ্রীসুখময় গঙ্গোপাধ্যায়, বি° এস্-সি, সঙ্গীত-বিশারদ
৩৬, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী
হইতে শ্রীব্রহ্মচারী স্নেহময়
দ্বারা মুদ্রিত।

রস-বড়া

—:(*:)—

জ্যেষ্ঠের সম্মান

শক্তিহীন বৃদ্ধ পিতা ছিল না অর্জ্জন,
বুদ্ধিমান পুত্র তারে করিল বর্জ্জন।
তজনাই চিরাভ্যস্ত গঞ্জিকা সেবনে,
পুত্র সেবে দিবারাত্র পিতারে না গণে।
গন্ধের সন্ধানে পিতা ইতি-উতি খুঁজি'
আড্ডাঘরে উপনীত হ'ল সোজাসুজি।
দেখে, পুত্র এক মনে করে ধূম্রপান ;
কিন্তু বৃদ্ধে নাহি করে তার বিন্দু দান।
দেখি এক বন্ধু ইহা কহিল তাহায়,—
"একে পিতা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বঞ্চন অন্যায়"।

চিন্তাশীল মাঝি

মাঝি এক চলেছিল তরণী বাহিয়া
তরঙ্গে উঠিল জল চারিধার দিয়া।
কতবা সিঞ্চিবে আর দেহে না কুলায়,
মস্তকে আসিল বুদ্ধি ক্ষণিক চিন্তায়।

বাহিরিয়া যাবে জল এই আশা ধরি
তরণীর তলদেশ দিল ছিদ্র করি'।
কিন্তু বিধি না মানিল হেন বুদ্ধি তার,
জলমগ্ন হ'ল তরী, দিল সে সাঁতার।

বুদ্ধিমতী স্ত্রী

পত্নীরে সম্বোধি' কহে ভাগ্যহীন পতি,—
"মোর হাতে পড়ি' তব অশেষ দুর্গতি।
নিত্য তব ছিন্ন বাস, ভূষাহীন অঙ্গ
মিটিল না কোন সাধ, গৃহ শত ভঙ্গ।
শত দৈন্য গ্রাসি' মোরে আছে দিনরাত্র,
নিত্য হাহাকার, চিত্তে শান্তি নাহি মাত্র।"
পত্নী কহে,—"তব বাক্যে পাই বড় লজ্জা,
পিতৃকার্য্য করিয়াছ করি' মোরে ভার্য্যা।"

অজ্ঞাতে

পিতা কহে, "পুত্র! তব কি লেগেছে হাতে?
তাম্রকূট সেব বুঝি কুসঙ্গীর সাথে?"
পুত্র কহে, "কিবা কাজ মিথ্যা কথা ক'য়ে
হয়ত কেহ খেয়ে গেছে মোর হাত দিয়ে।"

শৃঙ্গরোগ

করিম বিশ্বাসী ভৃত্য ঘোড়ার রাখাল
একই মুনিবের কার্য্যে কাটাইছে কাল।

হঠাৎ কুবুদ্ধিবশে বেচিয়া ঘোড়ায়
মুনিবে গোপন রাখে নানা অছিলায়।
একদিন কহে কর্ত্তা করিমে ডাকিয়া,—
"বহুদূর যাব, ঘোড়া আন সাজাইয়া।"
করিম কহিল,—"ঘোড়া মরেছে মশাই,
সাজ-সজ্জা দেখি' নিত্য দুঃখে ম'রে যাই।"

কর্ত্তা কহে,—"অবিলম্বে মুণ্ড দেহ আনি,
সত্য ব'লে মৃত্যু-কথা কখনো না মানি।"
করিম ছুটিয়া গেল শুনি সেই কথা,
শৃঙ্গসহ আনি দিল মহিষের মাথা।
শৃঙ্গ দেখি কর্ত্তা যেই উঠিলেন রেগে,
করিম কহিল,—"ঘোড়া মরেছে এ রোগে।"

কাবুলীর মাথা-ব্যথা

মস্তকের বেদনায় কাবুলীর প্রাণ যায়
ডাক্তারের প'ড়ে গেল ডাক,
সুবিজ্ঞ যে চিকিৎসক বুঝিয়া অবস্থা সব
ডুসে কোষ্ঠ করাইল সাফ।

দূর হ'ল যত ব্যথা শীতল হইল মাথা
হাসি কহে,—"এবা হ'ল কিরে?
হেন তাজ্জবের কথা আর তো শুনিনি কে
শিরে ব্যথা, দাবা গুহ্যদ্বারে!"

আমাশয়ের রোগী

জীর্ণ আমাশয়ী রোগী কবিরাজে কহে ডাকি,—
"আজ বুঝি যাই আমি ম'রে।
দণ্ডে যাই চার বার, চারি দণ্ডে একবার
ফিরিতে না পারি আমি ঘরে।"

উলঙ্গ পাগল

পথিক কহিছে ডাকি উলঙ্গ পাগলে,—
"পিন্ধনে নাহিক বাস, লোকে কিবা বলে?"
পাগল কহিছে হাসি,—"কি কহিব আর?
দোকানে যে নাহি মিলে পছন্দের পাড়!"

জাপক ভৃত্য

চলিলেন শিষ্যবাড়ী ব্যবসায়ী গুরু,
সঙ্গে এক ভৃত্য গেল নাম তার হারু।
শিষ্যবাড়ী গিয়া এক সাঁঝের বেলায়
ডাকিলেন গুরুদেব কার্য্য-অছিলায়।
শুনি হারু কহে,—"প্রভু রয়েছি মালায়।"

কি করেন গুরুদেব? আপনি উঠিয়া,
নিজ প্রয়োজন যত নিলেন সারিয়া।
সর্ব্বশেষ ডাকিলেন,—"হারু খেতে আয়"
হারু কহে,—"আর আজ্ঞা লঙ্ঘন না যায়।"

গুরুভক্তি

বহুদূর পথ হাঁটি' গেলেন শিষ্যের বাটী
কত কত আশা করি' রঘু স্মৃতিরত্ন;
কাঁচাকলা পচা লঙ্কা দেখিয়া হইল শঙ্কা
বিদায়ে যদি বা হয় এই মত যত্ন॥

শিষ্যেরে কহেন ডাকি, "কেমনে হেথায় থাকি,
যেমতি করেছ তুমি ভোজন-ব্যবস্থা;
না চাহে রসনা মোটে, ব্যাধি যে ধরিবে পেটে,
টুটে যে গেছে গো মোর সুবিদায়ে আস্থা॥"

শুনি শিষ্য কহে তারে, "বৃথা কেন নিন্দ মোরে
ভোজনে ব্যসনে ব্যয় করে যত মূর্খ,
আমি দিব হেন ধন, যাহে তুষ্ট হবে মন,
দেখো মোর বিবেচনা কত বড় সূক্ষ্ম॥"

দিন দুই তিন পরে গুরু চলিলেন ঘরে;
অর্দ্ধ আনা রাখি' ভূমে ধরি' পদপ্রান্ত,
শিষ্য কহে,—"হে গোঁসাই! ভক্তি তুল্য ধন নাই;
তাই তোঁহে দিনু, যার নাহি আদি অন্ত॥

প্রায়শ্চিত্ত

জীবন ভরিয়া করি' যত জাল-জুয়াচুরি
বৃদ্ধ বয়সেতে গিয়া পুরোহিত-বাড়ী,
কাতরে কহিল তারে, "কবে জানি যাই ম

অল্প ব্যয়ে প্রাশ্চিত্তের দাও পথ করি'।"
পুরোহিত কহে হাসি, "ব্যয় না লাগিবে বেশী,
অর্দ্ধমণ তুলা আনি বাঁধহ শরীরে,
তার পরে তেল ঢালি দেও তাহে অগ্নি জ্বালি,
নিশ্চিন্তে বসিয়া থাক আপনার ঘরে।"

শুনি কহে যজমান, "করিলে একি বিধান ?
কেমনে রহিবে বাঁচি' জীবন আমার ?"
পুরোহিত কহে হাসি, "তুমি যদি রহ বাঁচি
প্রাশ্চিত্তের কোন পথ নাহি দেখি আর।"

কোথায় মার্জ্জার ?

প্রতিদিন একসের দুধ কিনি খায়,
নিত্যসঙ্গী ভৃত্য তার অংশ নাহি পায়।
একদিন ভৃত্য কহে আপনার মনে,
"একা খায় সব দুধ মোরে নাহি গণে।"
ক্রোধবশে একদিন আপনি খাইয়া
বিড়ালের স্কন্ধে দোষ দিল চাপাইয়া।
কর্ত্তা কহে,—"শীঘ্র আন মার্জ্জারে ধরিয়া,
এখনি আপন হাতে দেখিব মাপিয়া।"
মাপি' দেখে ভার মাত্র একসের তার,
ক্রোধে কহে,—"পেনু দুধ, কোথা সে মার্জ্জার ?"

শুভযাত্রা

মুনিব কহিল ভৃত্যে, "শুন মোর কথা,
শুষ্ক ডালে বসি' কাক ডাকিবেক যথা,
তখনি ডাকিয়া মোরে দেখাইবে তাই,
বড় শুভযাত্রা উহা তোমারে জানাই।
অকস্মাৎ একদিন শুভযাত্রা দেখি'
প্রভুরে তখনি বার্ত্তা কহিল সে ডাকি'।
প্রভু আসি দেখে কাক নাহি বৃক্ষ-ডালে,
রোষ-ভরে মারে চড় চাকরের গালে।
ভৃত্য কহে,—"হেন যাত্রা না দেখাই ভাল।
আমি যে দেখিনু, তাহে কিবা ফল হ'ল ?"

মীমাংসা

এক চণ্ডুখোর ডাকি কহে অন্য জনে,
"বড়ই বিষম ধাঁধাঁ বাঁধিল যে মনে।
কাল রং কালীমাতা, হল্‌দে ভগবতী,
ধবল শঙ্কর, কেন লাল গণপতি ?"
হাসি কহে একজন,—"বুদ্ধি নাহি লেশ,
কেন না হইবে লাল ? ওটা যে গণেশ !!"

স্বপ্রকাশ

গঞ্জিকার কল্কি ফেটে পড়িল আগুন,
খোঁজাখুঁজি করি' সবে বাঁধাইল ধূম।

বুদ্ধিমান ছিল এক গৃহ-কোণে বসি',
ধীর স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহে মৃদু হাসি হাসি',—
ব্যস্ত কেন? শান্ত হও, বসে থাক ঠায়;
আপনি বাহির হবে নিজ মহিমায়।"

লেজ কাটা

তিষ্ঠিতে না পারি এক প্রতিবেশী গিয়া
জিজ্ঞাসয়ে ঘোষ-পুত্রে রোষে সম্বোধিয়া,
"কুকুরের উচ্চ কান্না নিত্য শুনা যায়,
কি কর উহারে নিয়া প্রভাত বেলায়?"
ঘোষ কহে,—"কাটি লেজ অল্প অল্প করি,
একদিনে কাটি যদি, ব্যথা পাবে ভারি।"

পবিত্রতা

পূজা করি' বিসর্জ্জিয়া মৃত্তিকার শিব,
স্নান করি' ঘরে এল বলি' "শিব শিব।"
পুত্র কহে, কি কারণ পুনঃ তুমি কৈলে স্নান,
এমন ত কখনো দেখি না!
পিতা কহে, ওরে বাপ! কি যেন দেখিনু দাগ
শিব-অঙ্গে বুঝিতে পারি না।"
তাইতে করিয়া স্নান হইলাম শুচি
পুত্র কহে,—"এই মাত্র যারে এলে পূজি'?"

কোন্‌টী আমার?

বছরে এগার মাস ঘুরি' শিষ্যবাড়ী,
দধি দুগ্ধ ঘৃত মাংসে দেহ হ'ল ভারী।
নিত্যসঙ্গী ভৃত্য এক, নাহি যত্ন তার,
কোটরে ঢুকেছে চক্ষু, কাষ্ঠ-মূর্ত্তি সার।
একদিন ভৃত্য তার কুবুদ্ধির বশে
দু'জনার অন্ন ছুঁয়ে হাসিয়া জিজ্ঞাসে,
"বড়ই ক্ষুধার্ত্ত আমি করিব আহার,
দয়া ক'রে কহ প্রভু, কোন্‌টী আমার?"

উত্তরাধিকারী

পুত্র কহে,—"পরিয়াছ সুবর্ণ অঙ্গুরী,
বড় সাধ হয় বাবা আমি ওটী পরি।"
পিতা কহে, "আমি ম'লে তুমিই পরিবে।"
পুত্র কহে, "পিতা তুমি কখন মরিবে?

হুকা-চুরির মামলা

বিচারক কহে,—"আমি না দেখি প্রমাণ,
তুচ্ছ এই হুকা-চুরি বৃথা অনুমান।"
উকিল কহিল দর্পে,—"কথা মিথ্যে নয়,
এ হুকা বাদীর বটে নাহিক সংশয়।
ধূর্ত্ত চোর আগে নল্‌চে পরে তার খোল,
বদল করিয়া যত বাঁধাইল গোল।"

দুর্জ্জয় পুরুষ

গৃহস্থের কলে পড়ি মরিল ইঁদুর,
ইঁদুরী কহিছে কাঁদি', ঘুচিল সিঁদুর !
শুনি প্রতিবেশী কহে,—"কি ভাবনা তব,
তোমার সংসার মোরা ঘাড় পাতি লব।
যতদিন আছে দন্ত, গৃহস্থের ধান,
ততদিন সুনিশ্চিত নাহি যাবে প্রাণ।"
ইঁদুরী কহিছে,—"তার ছিল ছিল বড় জেদ,
মরণে কাতরা নহি, গুণে করি খেদ।
ঐ দেখ পড়িয়াছে গৃহস্থের কলে,
কিন্তু তার খাঁড়া লেজ বিন্দু নাহি টলে।"

যুদ্ধের বেগার

ব্যস্ত ভীত হয়ে যায় ছুটি' এক শিবা
পথিক কহিছে তারে, এত ভয় কিবা ?
শিবা কহে, যত উট যুদ্ধ-প্রয়োজনে
লইছে বেগার ধরি' দেখ ঐখানে।"
পান্থ কহে,—"তুমি শিবা কিবা তব ভয় ?"
শিবা কহে,—"শত্রু যদি মোরে উট কয় ?"

অনুমান

কত লোক জিজ্ঞাসয়ে বয়স আমার
করি নি ঠিকুজী-কুষ্ঠী ঠিক বলা ভার।

কিন্তু এক কথা মাত্র মোর মনে পড়ে,
পিসিমার ঘর যবে প'ড়ে গেল ঝড়ে,
সে বছর গাঁজা খেতে শিখেছিনু আমি ;
আমার বয়স এবে দেখ অনুমানি'।

মিতব্যয়

অতি মাত্র মিতব্যয়ী ব্রাহ্মণ-কুমার
কিছুতে ছিল না তার অপব্যবহার।
দেবতার হবে স্নান, ধুইবে চরণ,
ঘটী মাত্র ছিল জল, কি করে এখন ?
বুদ্ধি করি' রাখি' পদ দেবতার শিরে
দুষ্কার্য্য সমাধা করে ঘটী মাত্র নীরে।

মৃত্যুদিনে

আসন্ন মৃত্যুর দিনে ডাকিয়া বন্ধু-স্বজনে
বৃদ্ধ এক কহিছে সবায়,—
"আছে যত বিত্ত-ধন দারা পুত্র পরিজন
রাখি' আজ যেতে হ'ল হায় !

ক্ষেত-খোলা জমা-জমি যাহা রাখি' যাব আমি
খরচ করিও দেখি' শুনি',
অতি ব্যয়ে রসাতল করিও না ও-সকল
সিন্ধুকের টাকা রেখো গুনি॥"

শুনি' পুত্র কহে,—"পিতা মরণে লাগিবে কি তা ?
হরিনাম মুখে কি আসে না ?"
পিতা কহে,—"শুন তুমি বড় যে দুর্ব্বল আমি
এত কথা কহিতে পারি না ॥"

চতুরে চতুরে

বালক চলিতে পথে ঠেকিল নদীর তটে
নাহি খেয়া যেতে পারাপার
নাহি পেয়ে সুসঙ্গতি যায় শিশু আন মতি
ধীর পদে বাহি' নদী-ধার।

দেখে কিছুক্ষণ পরে আসিছে অনতি দূরে
মাঝী এক তরণী বাহিয়া।
বিনয়ে কহিল তারে,— "দাও মোরে পার ক'রে,
দেখ আমি পড়েছি ঠেকিয়া ॥

মাঝি কহে,—"কি কহিব পারে কড়ি না লইব
যদি মোর এই কথা রাখ,
যেবা খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠতাতের কনিষ্ঠ
সে সম্বন্ধে মোরে যদি ডাক ॥"

বালক কহিল হাসি', "এবা কি কহিলে বেশী,
পার কর মোরে ত্বরা করি'।"
হর্ষে মাঝি করি' পার মুখ চেয়ে রহে তার
সম্বোধে কি সে সম্বন্ধ ধরি' ॥

বালক না রাখি' বাক্য স্মরিয়া আপন লক্ষ্য
ছুটিল সে ধরি' নদীতট,
মাঝি কহে শিশু প্রতি,— "দিয়েছিলে প্রতিশ্রুতি
এবে তুমি কোথা যাও শঠ ?"
ফিরিয়া বালক বলে,— "চলেছিনু মনোভুলে,
নহে ইহা মোর চতুরতা।
দিয়েছিনু যেই কথা কেমনে করি অন্যথা
ক্ষম মোরে, ওগো পিশিমাতা ॥"

বাদশাহ ও ফকির

বাদশাহ-কাছে গিয়া সুদীর্ঘ সেলাম দিয়া
ফকির কহিল মৃদু হাসি',—
"কহিতে সামান্য কথা আসিয়াছি আমি হেথা,
চল কহি নিরজনে বসি' ॥
একই ধর্ম্মে, একই মতে একই কর্ম্মে, একই প
দোঁহে মোরা জীবন কাটাই,
আছে কি ইথে অন্যথা, উভয়ের পিতা খোদা,
তাই মোরা মুসলমান-ভাই ॥
আমার ভাইয়ানা-অংশ একাই করিছ ধ্বংস
সাধিবারে নিজ প্রয়োজন !
মামলায় কিবা কাজ, লোক মধ্যে পাবে লাজ
ভাগ করি' দেহ এই ক্ষণ ॥"

ফকিরের বাক্য শুনি'   অর্দ্ধ তাম্রমুদ্রা আনি'
তুলি' দিল যত্নে তার হাতে,
দেখিয়া ফকির রোষে   কহিল কঠোর ভাষে
"অংশ-ভাগ হইল কি ইথে ?"

বাদশাহ কহে হাসি'—   "লয়ে যাও হ'য়ে খুসী
ইহাও তো মিলিবে না পরে।
যত মুসলমান-ভাই   আসে যদি মোর ঠাঁই
তব মত অংশ লইবারে ॥"

শ্বশুরের পত্র

পত্র এক দিতে হবে শ্বশুরের ঠাঁই,
পথে এসে দাঁড়াইল লোক যদি পাই।
ক্ষণকাল পরে এক বন্ধু পেয়ে পথে
পত্র দিল হৃষ্টমনে সেই বন্ধু সাথে।
অঞ্চলে বাঁধিয়া পত্র চলিল ছুটিয়া
দৈবযোগে পত্রখানা গেল হারাইয়া ॥
অকস্মাৎ মনে হ'ল কিছুদিন পরে,
খুঁজি দেখে পত্র নাই আপনার ঘরে ॥
নিল এক কাগজের খণ্ড বুদ্ধি করি',
শ্বশুরের হাতে দিল পত্র মত ধরি'।
শ্বশুর কহিল হাসি',—"এ কেমন পত্র,
বাহিরে যে মসীরেখা নাহি দেখি মাত্র !"

বন্ধু কহে,—"যেবা ত্রস্তে লিখেছে মশাই,
বাহিরে দূরের কথা ভিতরেও নাই ॥"

কায়েতের বুদ্ধি

দেবতার পূজা অন্তে কাতর বচনে
নিত্য কহে নিজ দুঃখ শিবের সদনে।
বহুদিন পরে শিব সদয় হইয়া
চাহিলেন বর দিতে তারে দেখা দিয়া,
"বর মাত্র পাবে এক বেশী নাহি পাবে
ভাল করি' চিন্তি' মোরে কাল এসে ক'বে।"
বুদ্ধিমান ছিল এক গ্রামের ভিতরে,
ব্রাহ্মণ ছুটিল সেথা বুদ্ধি আনিবারে।

পরদিন যথাকালে ভাবিয়া-চিন্তিয়া
কহিল বরের বার্ত্তা শিব কাছে গিয়া,—
"তৃতীয় পুত্রের বধূ সাজি' অলঙ্কারে
তৃতীয় তলায় অন্ন দিবেক আমারে।
থালা, বাটী সব হ'বে স্বুবর্ণে তৈয়ার
এই এক বর মাত্র প্রার্থনা আমার।"
"তথাস্তু" বলিয়া শিব কহেন হাসিয়া—
"যার কাছে আসিয়াছ হেন বুদ্ধি নিয়া,
কলম-পিষিয়া খায় কায়েতের ছেলে,
কেহ না জানিবে তারে ধনবান ব'লে।"

২ (৫০০)

উপস্থিত বুদ্ধি

কলুর ঘরের কাছে বিশাল বাদাম গাছে
ব্রহ্মদৈত্য বহুকাল ছিল,
দৈববশে কলু-পুত্র আনিয়া রাম-চরিত্র
নিশিদিন পড়িতে লাগিল ॥
শুনি' রামায়ণ-পাঠ ভাঙ্গিল ক্রেতার হাট,
বেচা-কেনা বন্ধ হ'ল প্রায়,
প্রচারিল জনে জনে যেবা তার পাঠ শুনে
কড়ি বিনা তৈল দিবে তায় ॥
তথা ব্রাহ্মণের নারী তৈল-ভাণ্ড শূন্য হেরি'
ব্রাহ্মণে কহিল সেথা যেতে,—
"নিত্য গিয়ে কার বাড়ী আনি তেল ধার করি
কড়ি বিনা কেবা চাহে দিতে ?"

পত্নী-কটু-বাক্য শুনে চলিল কলু-ভবনে
অশ্রুসিক্ত নয়ন যুগলে,
এদিকে সে ব্রহ্মদৈত্য সাজিয়া ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ
ক্ষুণ্ণ মনে বৃক্ষ ছাড়ি' চলে ॥
পথিমধ্যে দুজনায় হ'ল বাক্য বিনিময়
সমব্যথী ভাবি' দুহু দোহে,
করি' দৃঢ় আলিঙ্গন পরে বন্ধু-সম্ভাষণ,
ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণেরে কহে,—

"আজি রাত্রি দ্বিপ্রহরে গিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে
রাজকন্যা-দেহে প্রবেশিব,
যাবৎ না যাবে তুমি তাবৎ সে রাজ-ভূমি
কন্যা-দেহ নাহি ছাড়ি' যাব ॥
এ শুভ সুযোগ মধ্যে যা' কুলায় বুদ্ধি-সাধ্যে
নৃপ হ'তে করিও আদায়
তন্ত্র-মন্ত্র আয়োজন নাহি হ'বে প্রয়োজন
তোহে দেখি হইব বিদায় ॥"
এত কহি' ব্রহ্মদৈত্য রাখিতে আপন সত্য
কন্যা-দেহে করিয়া প্রবেশ,
করিল কত বা কাণ্ড রাজপুরী লণ্ডভণ্ড
দিল সবে যাতনা অশেষ ॥

দিন দুই তিন পরে ব্রাহ্মণ গিয়ে সে পুরে
এক ভৃত্যে কহে সম্ভাষিয়া,—
"শুনিনু রাজ-দুহিতা দৈব ব্যাধিতে পীড়িতা
বড় সাধ দেখি চিকিৎসিয়া ॥
শুনি ভৃত্য-মুখ-বাণী ব্রাহ্মণে সম্মুখে আনি'
রাজা কহে,—"দুঃখ কি কহিব,
মোর একমাত্র কন্যা যে করিতে রোগশূন্যা
যত ধন চাহে গণি' দিব ॥"
হাসি' কহিল ব্রাহ্মণ,— "ধনে নাহি প্রয়োজন
পূজা-ব্যয় পার যদি দিতে,

নিশ্চিত বলিতে পারি যাবে তব কন্যা সারি'
বিন্দুমাত্র হ'বে না ভাবিতে ॥"
রাজা কহে হে ব্রাহ্মণ,— "কহ পূজা-আয়োজন,
রাজ্য বিনিময়ে দিব আনি'।"
ব্রাহ্মণ কহিল হাসি,— "হেন কি লাগিবে বেশী,
লিখি লও যা' কহিনু আমি ॥

সহস্র সুবর্ণ পত্র, সহস্র রূপার ছত্র,
ত্রিগুণ লাগিবে স্বর্ণ-জবা,—"
যত যা আসিল মনে কহি রাজার সদনে
ভাবে মনে আর কহি কিবা ॥

পরদিন যত প্রজা ডাকিয়া আনিল রাজা,—
"কারো নাহি রহিবেক মাথা,
পূজা আয়োজন বিনে কন্যা যদি মরে প্রাণে;
মম বাক্য না হ'বে অন্যথা ॥"
শুনি' রাজ-বাক্য-মত লোক লাগি' শত শত
পূজা-দ্রব্য যোগাড় করিল,
পরদিন সন্ধ্যা-রাতে ব্রহ্মদৈত্যের সাক্ষাতে
নিরজনে পূজায় বসিল ॥
দেখি' কহে ব্রহ্মদৈত্য,— "না ভাঙ্গিব মম সত্য,
কন্যা ছাড়ি' এখনি যাইব;
কিন্তু ছিনু বড় সুখে রাজকন্যা দেহ-ভোগে
ছাড়ি' যেতে বেদনা পাইব ॥

এবে যথা যাব আমি সেথা যদি গিয়ে তুমি
এই মত কর রোজাগিরি,
আগেই কহিনু ভাই বন্ধুত্বের এ বালাই
সাঙ্গ হ'বে তব মুণ্ড ছিঁড়ি' ॥"
ব্রহ্মদৈত্য এত বলি' কন্যা ছাড়ি' গেল চলি'
রাজকন্যা হ'লো নিরাময়,
লয়ে ধন ভারে ভার রাজ-দত্ত উপহার
চলি' গেল ব্রাহ্মণ আলয় ॥

মাস দুই তিন পরে ভার্য্যা সঙ্গে বসি' ঘরে
কহে কলু রামায়ণ-কথা,
হেনকালে ভৃত্য আসি' কহিল মৃদু সম্ভাষি
রাজ-দূত আসিয়াছে হেথা ॥

মনে পড়িল তখনি বন্ধু ব্রহ্মদৈত্য বাণী
না জানি কি আছে মোর ভালে,
অতি চিন্তা-যুক্ত মনে গিয়ে দূত সন্নিধানে
"কহে কিবা কাজে হেথা এলে ॥"

দূত কহে,—"অবিলম্বে চলহ আমার সঙ্গে
আসিয়াছি দূর দেশ হ'তে,
পূর্ব্বে এক রাজকন্যা করিয়াছ রোগ-শূন্যা
শুনি' তাই আসিয়াছি নিতে॥"

শুনিয়া ব্রাহ্মণ রোষে কহিলা কঠোর ভাষে,—
"না পারিব যাইতে তথায় ;
অন্য যদি রোজা পাও, তারে সঙ্গে লয়ে যাও
দেখাইতে রাজ-দুহিতায়॥

ব্রাহ্মণেরে দূত কহে,—"ও কথা না কানে সহে,
মম প্রতি আছে রাজাদেশ,
না যাবে যদি নিতান্ত করি' তব জীবনান্ত
মুণ্ড লয়ে যাব আমি দেশ॥"

ব্রাহ্মণ তখন ভাবে দূত-হস্তে কেন তবে,
অযথা এ প্রাণ দিতে যাই,
যা' মোর কপালে আছে গিয়ে ব্রহ্মদৈত্য কাছে
বলি'-কহি' যদি রক্ষা পাই॥

এত ভাবি' দূত সঙ্গে ভাসিয়া চিন্তা তরঙ্গে
রাজকন্যা দেখিবারে যায়।
দেখি' ব্রহ্মদৈত্য কহে,— "রাজধন টানি' তোহে
পুনঃ বুঝি আনিল হেথায়॥

কষ্টে না জুটিত অন্ন, করিলাম দৈন্য-শূন্য ;
ধনে লোভ বেরেছে ধনের।
না রাখিলে মম বাক্য, মূল্যহীন কৈলে স
বিন্দু ভয় না কর প্রাণের॥"

শুনি' সে কহিল হর্ষে,— "লোভ নাহি মো
আসিয়াছি ভাবি' বন্ধু-হিত,
শুনিয়াছি রাজা নাকি আনিবে কলুরে ড
পড়াইতে শ্রীরাম-চরিত॥

এত শুনি' ব্রহ্মদৈত্য না করি' ওজরাপত্য
ব্রাহ্মণেরে কহে আলিঙ্গিয়া,—
"ধন্য মম বন্ধুতায়! বাঁচিলাম মহাদায়
সুজনেরে বন্ধু সম্বোধিয়া॥"

পরের জাল

নিজের ছিল না জাল, পর-ঘরে গিয়া,
জাল আনে বহু ক্লেশে কত না কহিয়া।
ভাবি' মনে,—"বহু মাছ ধরি' ঘরে যাব,
নিত্য গিয়ে কার ঘরে জাল চাহি' লব?"
এত ভাবি' ফেলে জাল নদীতে নাবিয়া,
জাল সহ নিল তারে কুম্ভীরে টানিয়া।
কে আসি' সংবাদ দিল পত্নীর নিকটে,
ছুটি' সে তখনি গেল সেই নদী-তটে।
শিরে করাঘাত করি' কহিছে সকলে,—
"না ভাবি পতির লাগি', ঠেকাইল জালে।"

(সমাপ্ত)

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD